দৈনিক বাংলা

তারিখ 3/5/79
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সাভার পরীক্ষাকেন্দ্র দোষী ?

সাভার এবার পরীক্ষা কেন্দ্রের তালিকা থেকে খারিজ হয়ে গেছে। সাভারে এইচএসসি পরীক্ষার কেন্দ্র খোলা হয়নি। এমন কি এসএসসির প্রশ্নপত্র ফাঁসের পর যেসব বিষয়ের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছিল সে অবশিষ্ট পরীক্ষাগুলিও সাভার কেন্দ্রে নেয়া হয়নি। সাভার কেন্দ্রের অপরাধ, সে এলাকার একটি ব্যাংক থেকে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছিল।

বোর্ড কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা বোধ্য নয়। স্থানীয় অভিভাবক, পরীক্ষার্থী এবং শিক্ষকমন্ডলী অনেক চেষ্টা করেও সাভারে পরীক্ষা কেন্দ্র খোলাতে পারেননি। এর ফলে নিদারুণ ভোগান্তি হয়েছে পরীক্ষার্থীদের। বিশেষ করে অবশিষ্ট এসএসসি পরীক্ষা যাদের দিতে হয়েছে বোর্ড কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্ত অহেতুক সাভার কলেজের সুনামও ক্ষুণ্ন করেছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসে দায়িত্ব কি পরীক্ষা কেন্দ্রের ? একি উদেব পিন্ডি বুধের ঘাড়ে চাপানো নয় ? পরীক্ষার্থীদের ভোগান্তি হল প্রশ্নপত্র ফাঁসকারীদের অপরাধে। সাভার পরীক্ষা কেন্দ্রে শুধু সাভারের ছাত্রছাত্রীরাই নয়, দূর গ্রামের পরীক্ষার্থীরাও পরীক্ষা দিচ্ছিল। তাদের উপর চেপেছে কষ্ট, অর্থ ব্যয় আর উৎকণ্ঠা। আমি এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং সুবিচার প্রার্থনা করছি।

ইমনে উদ্দীন আহমদ,
মানিকনগর বাজার,
সাভার।

ডিগ্রী পরীক্ষার তারিখ ও সময়সূচী

আমরা আসন্ন ১২ই জুলাই, ১৯৭৯ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পরীক্ষার্থী। কর্তৃপক্ষের হিসাব অনুযায়ী আমাদের সেশন ৭৭-এর জুলাই মাসে আরম্ভ হলেও আমরা ঐ সনের নবেম্বর মাসে ভর্তি হই এবং আমাদের ক্লাস শুরু হয় ১৯৭৮ সনের জানুয়ারী মাসে।

আমরা বাংলাদেশের অন্যতম ব্যবসাকেন্দ্র নারায়ণগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী তোলারাম কলেজের ছাত্র। আমাদের শিক্ষকগণ যথেষ্ট পরিশ্রম ও চেষ্টা করেও নির্ধারিত সিলেবাস শেষ করতে সমর্থ হননি। এছাড়া কলেজ ছাত্র সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে প্রায় ছয় মাস আমাদের কলেজ বন্ধ থাকে। এর ফলে নিয়মিত ক্লাস অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। পরীক্ষার আর মাত্র এক মাস ১২ দিন বাকী। অথচ কোন কলেজেই কোন বিষয়ের সিলেবাস শেষ হয়নি। সরকারী কলেজগুলিতেও শিক্ষকদের দীর্ঘ দুই মাস ধর্মঘটের ফলে ছাত্রছাত্রীরা ঠিকমতো ক্লাস করতে পারেনি। এজন্যে পড়াশুনার খুবই ক্ষতি হয়েছে। তাছাড়া ১৮ই ফেব্রুয়ারীর নির্বাচন উপলক্ষেও তাদের পড়াশোনার যথেষ্ট ব্যাঘাত ঘটেছে।

আসন্ন ডিগ্রী পরীক্ষা ১২ই জুলাই অনুষ্ঠিত হলে অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই আশানুরূপ ফল করতে পারবে না। ইতিমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ ডিগ্রী (পাস ও সাবসিডিয়ারী) পরীক্ষার যে সময়সূচী প্রণয়ন করেছেন, তা দেখে আমরা বিস্মিত ও হতাশ হয়েছি। এই সময়সূচী অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীদের প্রতিদিন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। এতে বিভিন্ন বিষয়ের পরীক্ষার মধ্যে বিরতি প্রায় নেই বললেই চলে। এছাড়া কর্তৃপক্ষ রমজান মাসেও এমনকি রবিবারে পরীক্ষার সময়সূচী নির্ধারণ করে পরীক্ষার্থীদের উপর অবিচার করেছেন। এব্যাপারে পত্রপত্রিকায় অনেক লেখালেখি হয়েছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এব্যাপারে কোন অনুকূল সাড়া পাওয়া যায়নি।

আমরা কর্তৃপক্ষের কাছে আবারো এ আকুল আবেদন রাখছি, ডিগ্রী পরীক্ষার পূর্বে ঘোষিত তারিখ পরিবর্তন করে তা রমজানের পরে নির্ধারিত করা হোক এবং ছাত্রছাত্রীরা প্রতিটি বিষয়ে যাতে লেখাপড়া করে ভালোভাবে পরীক্ষা দিতে পারে সেজন্যে প্রত্যেক পত্রের মাঝে যুক্তিসঙ্গত বিরতি রেখে পরীক্ষার সময়সূচী নির্ধারণ করা হোক।

রোহন আহমদ, নূরুল ইসলাম,
মনির হোসেন রিয়াজউদ্দিন আহমদ,
তোলারাম কলেজ, নারায়ণগঞ্জ,
ঢাকা।

॥ ২ ॥

আসন্ন স্নাতক পরীক্ষার তারিখ ও সময়সূচী সম্পর্কে ইতিমধ্যে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় বহু লেখালেখি হয়েছে। আমরা এ প্রসঙ্গে কিছু বক্তব্য রাখতে চাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৭৮ সালের স্নাতক পরীক্ষার তারিখ পিছিয়ে ১২ই জুলাই নির্ধারণ করে অনেকের দাবীর স্বীকৃতি দিয়েছেন এটা খুশীর বিষয়। কিন্তু পরীক্ষার সময়সূচী দেখে আমরা বিস্মিত ও হতাশ হয়েছি। এ সময়সূচীতে বিজ্ঞান, কলা, বাণিজ্য কোন বিভাগের পরীক্ষায়ই বিরতি প্রায় নেই বললেই চলে। সারা বৎসর পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়েও পরীক্ষার পূর্বে পঠিত বিষয়গুলি যথাযথভাবে রিভিশন দিতে না পারলে কোন ছাত্রের পক্ষেই সন্তোষজনক উত্তর লেখা সম্ভব হয় না। এবং মূলত একারণেই ঢাকা

জলমত

বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মান পরীক্ষার সময়সূচীতে প্রতিটি পত্রের মধ্যে বেশ কয়েকদিন বিরতি থাকে। উদাহরণস্বরূপ এবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস (সম্মান) বিভাগের ৮টি পত্রের পরীক্ষা ২৪-৫-৭৯ তারিখ থেকে ১২-৭-৭৯ তারিখ পর্যন্ত প্রত্যেক পত্রের মধ্যে ৭/৮ দিনের বিরতিসাপেক্ষে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আজকের অনেক সম্মান পরীক্ষার্থী পর্যন্ত স্নাতক (পাস) পরীক্ষাকে ভয় পায়। অথচ সেই স্নাতক পরীক্ষার সময়সূচীতে কর্তৃপক্ষ কোন বিরতি রাখেননি। এটা দুঃখজনক।

আমরা আশা করবো স্নাতক (পাস) কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য সব বিভাগের বিভিন্ন পত্রের পরীক্ষার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিরতি রেখে নতুন ও সুষ্ঠু সময়সূচী প্রণয়ন করে কর্তৃপক্ষ আমাদের কৃতকার্যতার পথ সুগম করে দেবেন।

কালাম, ফারুক, হারুন, রাবেয়া,
শেখ বোরহানউদ্দীন কলেজ।
মুসা, এনাম,
সোহরাওয়ার্দী কলেজ।
নজরুল, মাওলা,
জগন্নাথ কলেজ।